৮ বুদ্ধি (Intelligence)

বুদ্ধির স্বরূপ (Nature of Intelligence) ঃ

'বুদ্ধি' শব্দটি বিশেষ্য পদ হলেও মনোবিজ্ঞানে এর ব্যবহার করা হয় ক্রিয়া-বিশেষণ হিসাবে। এর কারণ সম্ভবত এই যে, মনোবিজ্ঞানীরা বুদ্ধি নামে মনের কোন স্বতন্ত্র বৃত্তি আছে বলে মনে করেন না। বুদ্ধির প্রকাশ বহুমুখী এবং এর বৈশিষ্ট্য বিচিত্র ধরনের। সেজন্য বুদ্ধির সংজ্ঞা দেওয়া বা সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দেওয়া কঠিন। তাছাড়া, বুদ্ধি এক মৌলিক গুণ এবং এর যুক্তিবৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা দেওয়া দুরূহ। বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানী বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বুদ্ধির স্বরূপ বর্ণনা করেছেন। অ্যারিস্টট্‌ল যাবতীয় জ্ঞানাত্মক প্রক্রিয়াকে বোঝাবার জন্য 'বুদ্ধি' কথাটি ব্যবহার করেছিলেন। স্টার্নের মতে, 'বুদ্ধি হলো নতুন নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে সচেতনভাবে চিন্তার সামঞ্জস্য সাধনের জন্য ব্যক্তির সাধারণ সামর্থ্য'। সিরিল বার্ট বলেছেন, 'বুদ্ধি হলো অপেক্ষাকৃত নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে নতুনভাবে প্রতিযোজন করার ক্ষমতা'। থর্নডাইকের মতানুসারে, 'বিভিন্ন বিষয়ের বা বস্তুর মধ্যে সম্বন্ধ নিরুপণের বা অনুষঙ্গ স্থাপনের ক্ষমতাই হলো বুদ্ধি'। ওয়াটসন্ মনে করেন যে, 'বুদ্ধি হলো গুরুমস্তিষ্কের ক্রিয়া'। বাকিংহাম বুদ্ধিকে 'শিক্ষালাভের ক্ষমতা' হিসাবে গণ্য করেছেন। কল্‌ভিন্ বলেছেন যে, 'শিক্ষণ করার ক্ষমতাই হলো বুদ্ধি'। ফ্রীম্যানের মতে, 'বুদ্ধি হলো মানসশক্তির কার্যকরী ব্যবহার'। থার্স্টোন 'সহজাত প্রবৃত্তিগুলিকে সমাজের উপকারে লাগাবার ক্ষমতা'-কেই বুদ্ধি বলেছেন। আলফ্রেড বিনের মতে, 'বুদ্ধি হলো বোধশক্তির সম্পূর্ণতা, উদ্ভাবনপটুতা, কোন কাজে অধ্যবসায় এবং সমালোচনামূলক বিচারশক্তি'। ডিয়ারবর্ণ মনে করেন যে, 'অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে লাভবান হওয়ার ক্ষমতাই হলো বুদ্ধি'। টারমানের মতানুসারে, 'বুদ্ধি হলো বিমূর্ত চিন্তা করার শক্তি'। উডওয়ার্থ বলেছেন, 'বুদ্ধি হলো ধীশক্তি, যাকে কাজে লাগানো হয়'। উপর্যুক্ত সংজ্ঞাগুলির কোন একটিতেও বুদ্ধির সমগ্র রূপ প্রকাশ হয়নি। প্রত্যেকটিতে বুদ্ধির কোন একদিক গুরুত্ব পেয়েছে এবং বাকী দিকগুলি উপেক্ষিত হয়েছে। বুদ্ধির সর্বজনগ্রাহ্য কোন সংজ্ঞা সেজন্যই হয়ত দেওয়া যায়না। তবে, সাধারণভাবে বলা যেতে পারে যে, বুদ্ধি হলো মৌলিক মানসিক ক্ষমতা, যা স্নায়ুতন্ত্র-নির্ভর হলেও দৈহিক কোন প্রক্রিয়া নয় এবং যা আমাদের বাহ্য পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি সাধনে সমর্থ করে এবং চিন্তনশক্তির উন্নত ব্যবহার সম্ভব করে তোলে।

Scanned with CamScanner

দ্বাদশ অধ্যায়

বুদ্ধি
(Intelligence)

১২.১. বুদ্ধি কি ? (What is Intelligence ?)

'বুদ্ধি' শব্দটি আমরা প্রায়শ ব্যবহার করলেও শব্দটির সংজ্ঞা প্রদান সহজসাধ্য নয়। এর কারণ এমন যে, বুদ্ধি সম্পর্কে আমাদের সংগৃহীত তথ্যাদি অপ্রতুল; আসলে বুদ্ধি অভীক্ষার (Intelligence tests) মাধ্যমে বিভিন্ন মনোবিদ্ বুদ্ধি সম্পর্কে এত বেশি তথ্য সংগ্রহ করেছেন যে তাদের মধ্যে থেকে কয়েকটি মাত্র গ্রহণ করে বুদ্ধি সম্পর্কে এটি সংক্ষিপ্ত অথচ পূর্ণাঙ্গ সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব হয় না।

বুদ্ধি সম্পর্কে কয়েকজন প্রখ্যাত মনোবিদদের অভিমত উল্লেখ করা গেল :

উইলিয়াম স্টার্ণ (W.Stern)-এর মতে, বুদ্ধি এমন এক সাধারণ মানসিক সামর্থ্য যা প্রাণীকে নতুন পরিবেশের সঙ্গে সচেতনভাবে খাপ খাইয়ে নিতে সাহায্য করে। মনোবিদ সিরিল বার্ট-ও (C.Burt) অনুরূপ অভিমত প্রকাশ করেছেন।

উড্ওয়ার্থ-এর (Woodworth) মতে, বুদ্ধি হল প্রাণীর সেই সামর্থ্য যা তার বোধশক্তি বা ধীশক্তিকে (intellect) কাজে লাগায়।

থর্ণডাইক্-এর (Thorndike) মতে, বুদ্ধি হল সেই সামর্থ্য যা প্রাণীকে বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপনে সাহায্য করে, যা অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে প্রাণীকে লাভজনক হতে সাহায্য করে।

রেক্স নাইট ও মারগারেট নাইট-এর (R. Knight & M. Knight) মতে, বুদ্ধি হল সেই সামর্থ্য যা প্রাণীকে উদ্দেশ্য সাধনের উপযোগী চিন্তা করতে সাহায্য করে।

থার্সটন্-এর (Thurston) মতে, বুদ্ধি হল সেই সামর্থ্য যা প্রাণীর সহজ-প্রবৃত্তিগুলিকে সমাজের উপযোগী করতে সাহায্য করে।

আলফ্রেড্ বিনে-র (A. Binet) মতে, বুদ্ধি হল সেই সামর্থ্য যা প্রাণীকে বিশেষ লক্ষ্যের দিকে চলিত করে, বিভিন্ন পরিবেশে উপযোজিত হতে সাহায্য করে এবং আত্মসমালোচনায় উৎসাহিত করে।

টারম্যান্-এর (Terman) মতে, বুদ্ধি হল সেই সামর্থ্য যা প্রাণীকে বিমূর্ত চিন্তা করতে সাহায্য করে।

স্পিয়ারম্যান্ (Spearman) বুদ্ধিকে কোন একটি সামর্থ্য বলেন না — বুদ্ধি হল দুটি উপাদানের সমন্বয় — সাধারণ উপাদান বা 'G' factor এবং বিশেষ উপাদান বা 'S' factor। বুদ্ধি হল

Scanned with CamScanner

এই দুটি উপাদান 'G' ও 'S'-এর সমন্বয়।

স্পষ্টতই বুদ্ধি সম্পর্কে কোন গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা নেই। উল্লিখিত প্রত্যেকটি সংজ্ঞায় বুদ্ধির কোন একটি বা কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা হয়েছে, সমস্ত বৈশিষ্ট্যের নয়। বুদ্ধি, উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যের অতিরিক্ত আরও কিছু। বুদ্ধি এক জটিল মানসিক ক্রিয়া যা প্রাণীর আচরণের মাধ্যমে প্রকাশ পায়, যার পূর্ণাঙ্গ সংজ্ঞা সম্ভব নয়। বুদ্ধির স্বরূপ নির্ণয় প্রসঙ্গে বুদ্ধির কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করে তাকে বর্ণনা করা গেলেও সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব হয় না।

১২.২. বোধশক্তি ও ধীশক্তি বা বুদ্ধিশক্তি (Intellect and Intelligence)

আমরা সাধারণত বোধশক্তি (intellect) ও বুদ্ধিকে (intelligence) সমার্থক মনে করি। কিন্তু বোধশক্তি ও বুদ্ধি সমার্থক নয়। মনোবিদ্ উড্ওয়ার্থ (Woodworth) বোধশক্তি ও বুদ্ধির মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য করেছেন। বোধশক্তি বা ধীশক্তি বলতে কেবল জ্ঞানাত্মক মানসক্রিয়াকেই, যথা— প্রত্যক্ষণ, পর্যবেক্ষণ, বোধ, চিন্তন, স্মরণ ইত্যাদিকে বোঝায়; কিন্তু বুদ্ধি বলতে এসবের সঙ্গে তাদের কার্যকরী বা ব্যবহারিক দিককেও বোঝায়। এজন্যই উড্ওয়ার্থ বলেছেন, 'Intelligence is intellect put to use', অর্থাৎ **বোঝশক্তিকে যখন কাজে লাগানো যায় তখনই তাকে 'বুদ্ধি' বলে।** গণনা করা (counting) বোধশক্তির পরিচায়ক, সন্দেহ নেই; কিন্তু উদ্দেশ্যহীন গণনা বুদ্ধিমত্তার লক্ষণ নয়। কোন উৎসব প্রাঙ্গণের চেয়ারগুলিকে যদি কেউ উদ্দেশ্যহীনভাবে গণনা করে, তবে তার গণনার মধ্যে বোধশক্তি প্রকাশ পেলেও বুদ্ধির প্রকাশ হয় না। কিন্তু প্রত্যাশিত অভ্যাগতের সংখ্যা অনুসারে যদি কেউ চেয়ারগুলি গণনা করে তাহলে তার গণনার মধ্যে যেমন ধীশক্তির প্রকাশ হয় তেমনি বুদ্ধিরও প্রকাশ ঘটে।

স্পষ্টতই বোধশক্তির কেবল তত্ত্বগত (theoretical) দিকটি থকে — বুদ্ধির তত্ত্বগত ও ব্যবহারিক (practical) উভয় দিকই থাকে। কাজেই বলতে হয় যে, 'বুদ্ধি' কথাটির অর্থের ব্যঞ্জনা 'বোধশক্তি' কথাটির অর্থের ব্যঞ্জনা অপেক্ষা অনেক বেশি। প্রখর ধীরশক্তির অধিকারী হয়েও যদি কোন ব্যক্তি তাকে যথাস্থানে কাজে লাগাতে না পারে তাহলে তাকে 'বুদ্ধিমান' বলা যায় না; কিন্তু অল্প বোধশক্তির অধিকারী হয়েও যদি কেউ তাকে যথাস্থানে প্রয়োগ করতে পারে তাহলে তাকে 'চালাক', 'চতুর' অর্থাৎ 'বুদ্ধিমান' বলা হয়। তাহলে, **বুদ্ধি হচ্ছে বোধশক্তিকে কাজে লাগাবার সামর্থ্য** (Intelligent is intellect put to use)।

১২.৩. বুদ্ধি ও জ্ঞান (Intelligenc[illegible] knowl[illegible]

আমরা সাধারণত জ্ঞান ও বুদ্ধিকে অ[illegible]। বুদ্ধিমা[illegible]মরা জ্ঞানবান বলি, আবার জ্ঞানবান ব্যক্তিকে বুদ্ধিমান ব[illegible]বিদ্যায় 'বু[illegible]দুটি স[illegible] নয়। জ্ঞানের কেবল তা[illegible]eoretic[illegible]ক; বুদ্ধির [illegible] দিকই থাকে। জ্ঞানগত [illegible]কাজে [illegible] বুদ্ধি। বুদ্ধি[illegible] থাকলেই হয় না, জ্ঞান[illegible]বে ব্য[illegible]য়। মনোবিদ [illegible] ligence ..... is us[illegible]ledg[illegible]an merely [illegible] মাত্রই বুদ্ধিমান হয় [illegible]লোক[illegible]নক কিছু জ[illegible]

এই দুটি উপাদান 'G' ও 'S'-এর সমন্বয়।

স্পষ্টতই বুদ্ধি সম্পর্কে কোন গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা নেই। উল্লিখিত প্রত্যেকটি সংজ্ঞায় বুদ্ধির কোন একটি বা কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা হয়েছে, সমস্ত বৈশিষ্ট্যের নয়। বুদ্ধি, উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যের অতিরিক্ত আরও কিছু। বুদ্ধি এক জটিল মানসিক ক্রিয়া যা প্রাণীর আচরণের মাধ্যমে প্রাকাশ পায়, যার পূর্ণাঙ্গ সংজ্ঞা সম্ভব নয়। বুদ্ধির স্বরূপ নির্ণয় প্রসঙ্গে বুদ্ধির কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করে তাকে বর্ণনা করা গেলেও সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব হয় না।

১২.২. বোধশক্তি ও ধীশক্তি বা বুদ্ধিশক্তি (Intellect and Intelligence)

আমরা সাধারণত বোধশক্তি (intellect) ও বুদ্ধিকে (intelligence) সমার্থক মনে করি। কিন্তু বোধশক্তি ও বুদ্ধি সমার্থক নয়। মনোবিদ্ উড্ওয়ার্থ (Woodworth) বোধশক্তি ও বুদ্ধির মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য করেছেন। বোধশক্তি বা ধীশক্তি বলতে কেবল জ্ঞানাত্মক মানসক্রিয়াকেই, যথা— প্রত্যক্ষণ, পর্যবেক্ষণ, বোধ, চিন্তন, স্মরণ ইত্যাদিকে বোঝায়; কিন্তু বুদ্ধি বলতে এসবের সঙ্গে তাদের কার্যকরী বা ব্যবহারিক দিককেও বোঝায়। এজন্যই উড্ওয়ার্থ বলেছেন, 'Intelligence is intellect put to use', অর্থাৎ **বোঝশক্তিকে যখন কাজে লাগানো যায় তখনই তাকে 'বুদ্ধি' বলে।** গণনা করা (counting) বোধশক্তির পরিচায়ক, সন্দেহ নেই; কিন্তু উদ্দেশ্যহীন গণনা বুদ্ধিমত্তার লক্ষণ নয়। কোন উৎসব প্রাঙ্গণের চেয়ারগুলিকে যদি কেউ উদ্দেশ্যহীনভাবে গণনা করে, তবে তার গণনার মধ্যে বোধশক্তি প্রকাশ পেলেও বুদ্ধির প্রকাশ হয় না। কিন্তু প্রত্যাশিত অভ্যাগতের সংখ্যা অনুসারে যদি কেউ চেয়ারগুলি গণনা করে তাহলে তার গণনার মধ্যে যেমন ধীশক্তির প্রকাশ হয় তেমনি বুদ্ধিরও প্রকাশ ঘটে।

স্পষ্টতই বোধশক্তির কেবল তত্ত্বগত (theoretical) দিকটি থকে — বুদ্ধির তত্ত্বগত ও ব্যবহারিক (practical) উভয় দিকই থাকে। কাজেই বলতে হয় যে, 'বুদ্ধি' কথাটির অর্থের ব্যঞ্জনা 'বোধশক্তি' কথাটির অর্থের ব্যঞ্জনা অপেক্ষা অনেক বেশি। প্রখর ধীরশক্তির অধিকারী হয়েও যদি কোন ব্যক্তি তাকে যথাস্থানে কাজে লাগাতে না পারে তাহলে তাকে 'বুদ্ধিমান' বলা যায় না; কিন্তু অল্প বোধশক্তির অধিকারী হয়েও যদি কেউ তাকে যথাস্থানে প্রয়োগ করতে পারে তাহলে তাকে 'চালাক', 'চতুর' অর্থাৎ 'বুদ্ধিমান' বলা হয়। তাহলে, **বুদ্ধি হচ্ছে বোধশক্তিকে কাজে লাগাবার সামর্থ্য** (Intelligent is intellect put to use)।

১২.৩. বুদ্ধি ও জ্ঞান (Intelligence and knowledge)

আমরা সাধারণত জ্ঞান ও বুদ্ধিকে অভিন্ন মনে করি। বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে আমরা জ্ঞানবান বলি, আবার জ্ঞানবান ব্যক্তিকে বুদ্ধিমান বলি। কিন্তু মনোবিদ্যায় 'বুদ্ধি' ও 'জ্ঞান' শব্দদুটি সমার্থক নয়। জ্ঞানের কেবল তাত্ত্বিক (the [illegible] ক থাকে; বুদ্ধির তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক উভয় [illegible] **চ্ছে বুদ্ধি।** বুদ্ধিমান হতে গেলে কেবল জ্ঞান

Scanned with CamScanner